

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

চাংক্ষিপ্তসার খুতবা জুম্মাআ

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সরলতা ও সাদাসিধে জীবনের বিভিন্ন
দৃষ্টান্ত ও ঘটনাবলী বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মুমিনীন হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ খলিফাতুল মসীহ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহ তাআলা বেনাস্রিহিল আযিয কর্তৃক ১৬ অক্টোবর, ২০২৬ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুম্মুআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্হাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু।
আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আল্হামদু লিল্লাহি রব্বিল ‘আলামিন। আর রহমানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না’বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈ’ন। ইহ্দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লায়ীনা আনআ’মতা আ’লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি ‘আলায়হিম। ওয়ালাদদল্লীন।

তাশাহ্হুদ, তা’উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআনের সূরা সোয়াদ এর ৮৭ নং আয়াত তিলাওয়াত করে এর অনুবাদ তুলে ধরেন, “তুমি বলো, আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না আর আমি কৃত্রিমতা অবলম্বনকারীদের অন্তর্ভুক্তও নই।” এই আয়াতে আল্লাহ তা’লা মহানবী (সা.) এর মাধ্যমে মানবজাতিকে এই ঘোষণা দেওয়াচ্ছেন যে, মানুষের মাঝে এই ঘোষণা করে দাও-আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর যে বাণী পৌঁছে দিচ্ছি এবং কল্যাণের যে পথগুলো দেখাচ্ছি, তা কেবল তোমাদের দুনিয়া ও আখিরাত সুন্দর করার এবং তোমাদেরই মঙ্গলের জন্য। এই কাজের বিনিময়ে আমি তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না এবং তার কোনো প্রয়োজনও আমার নেই। আমার তো এর পুরস্কার সেই সত্তার পক্ষ থেকে মিলছে, যিনি সমস্ত সম্পদের মালিক।

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: মহানবী (সা.) এর পবিত্র জীবন কৃত্রিমতা ও লোকদেখানো চালচলন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। আর জীবন যখন কৃত্রিমতামুক্ত হয়, তখন পার্থিব ভোগ-বিলাসের লালসাও থাকে না; আর জীবনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী আল্লাহ তালা নিজেই ব্যবস্থা করে দেন। মোমিনদের প্রতিও এই নসীহত যে-নিজেদের সাদাসিধে রাখো এবং সর্বপ্রকার কৃত্রিমতা থেকে মুক্ত করো।

হযরত উসমান বিন আফফান (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) এরশাদ করেছেন: ইবনে আদমের জন্য এই কয়টি বিষয় ব্যতীত অন্য কোনো মৌলিক অধিকার বা অতিরিক্ত চাহিদার প্রয়োজন নেই-একটি বাসস্থান যাতে সে বসবাস করতে পারে, সেই পরিমাণ পোশাক যা দ্বারা সে তার নগ্নতা আবৃত রাখতে পারে এবং সামান্য শুকনো রুটি ও পানি। মূলত মহানবী (সা.) এখানে তাঁর নিজের অবস্থা ও জীবনের মানচিত্র অঙ্কন করছেন যে-আমার কোনো প্রকার কৃত্রিমতা বা বিলাসী সামগ্রীর প্রয়োজন নেই।

আর এই কারণেই মহানবী (সা.) এই দোয়া করতেন-যার উল্লেখ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন যে, নবী করীম (সা.) এরশাদ করেছেন: তোমরা মিসকীন ও দরিদ্রদের ভালোবেসো। আর তিনি নিজেই বলেন: আমি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর দোয়ায় এই বাক্যগুলো বলতে শুনেছি- হে আল্লাহ! আমাকে মিসকীন বা বিনয়ী হিসেবে জীবিত রাখো, মিসকীন হিসেবেই আমার মৃত্যু দাও এবং মিসকীনদের দলেই আমার হাশর ও পুনরুত্থান করো।

হযরত আবু উমামা (রা.) বর্ণনা করেন যে, সাহাবায়ে কেরাম মহানবী (সা.) এর সামনে দুনিয়া ও পার্থিব সচ্ছলতার আলোচনা করলে, তিনি দুবার অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তাঁদের এই মর্মে মনোনিবেশ করান যে-তোমরা

কি শুনতে পাচ্ছে না? নিশ্চয়ই সাদাসিধে জীবনযাপন ও সরলতা ঈমানের একটি অপরিহার্য অংশ; নিশ্চয়ই সাদাসিধে জীবন ও সরলতা ঈমানের অংশ।

হযরত ইমরান বিন হুসাইন (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলেছেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁলা তাঁর সেই বান্দার প্রতি ভালোবাসা ও সমৃদ্ধি প্রকাশ করেন-যিনি মোমেন হন, অভাবগ্রস্ত হন, মানুষের কাছে হাত পাতা থেকে বিরত থাকেন এবং পরিবার-পরিজনের প্রতি দায়িত্বশীল হন। মানুষ তখনই পরমুখাপেক্ষিতা ও চাওয়া থেকে বাঁচতে পারে, যখন তার মধ্যে প্রকৃত সাদাসিধে স্বভাব এবং অল্পে তৃপ্তি থাকে।

হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা.) বর্ণনা করেন যে, মুহাজিরগণের মধ্য থেকে দরিদ্র সাহাবিগণ মহানবী (সা.) এর দরবারে ধনাঢ্য ব্যক্তিদের শ্রেষ্ঠত্ব ও অগ্রগামিতার অভিযোগ পেশ করলে-যে তারা বেশি বেশি সওয়াবের কাজ ও দান-সাদকা করতে পারছে-তখন তিনি (সা.) তাঁদের এই সুসংবাদ প্রদান করেন যে, একজন দরিদ্র ঈমানদার একজন ধনী ব্যক্তির চেয়ে একদিনের অর্ধেক অর্থাৎ প্রায় পাঁচ শ' বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

বর্ণনাকারী মূসা (তাঁর বর্ণনার সমর্থনে) কুরআনের এই আয়াত পাঠ করেন: আর নিশ্চিত জেনো, তোমার রবের নিকট একটি দিন তোমাদের গণনায় এক হাজার বছরের সমান-অর্থাৎ, (হাদিসে বর্ণিত) 'অর্ধেক দিন' বলতে পাঁচ শ'বছরকে বোঝানো হয়েছে।

হযরত আনোয়ার (আই.) বলেন: তবে এর অর্থ এটিও নয় যে, মানুষ অলস হয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকবে। বরং এর অর্থ হলো, মানুষ তার সাধ্যমতো চেষ্টা ও পরিশ্রম করবে; তারপর সাদাসিধে জীবনযাপন করবে, স্বল্পে তৃপ্ত থাকবে, আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে- এটি একজন মুমিনের সুমিষ্ট ফল যা তার ঈমানে সমৃদ্ধি দান করে।

হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, মহানবী (সা.) আমার কাঁধ ধরে বললেন: তুমি দুনিয়াতে একজন পথিকের মতো অথবা কোনো পথচারী মুসাফিরের মতো বসবাস কর। ইবনে ওমর (রা.) বলতেন: সকাল হলে রাতের অপেক্ষা করো না আর রাত হলে সকালের অপেক্ষা করো না। সুস্থতার সময় অসুস্থতার দিনের জন্য প্রস্তুতি নাও আর জীবদ্দশায় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নাও।

হযরত উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি মিসরে দাঁড়িয়ে এরশাদ করেন: আমি মহানবী (সা.)-কে বলতে শুনেছি, তোমরা আমার প্রশংসায় কোনো প্রকার বাড়াবাড়ি বা অতিশয্য করো না-যেমন খ্রিস্টানরা ইবনে মরিয়মের প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করেছিল। আমি তো কেবল আল্লাহর একজন বান্দা; সুতরাং তোমরা আমাকে কেবল 'আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল' বলেই অভিহিত করো। মুতাররিফ তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আমরা বনু আমিরের প্রতিনিধিদলের সাথে মহানবী (সা.) এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলাম, আপনি আমাদের সর্দার বা নেতা। তখন তিনি বললেন, প্রকৃত সর্দার বা নেতা তো কেবল আল্লাহ। এরপর আমরা বললাম, আর আপনি মর্যাদায় সর্বশ্রেষ্ঠ এবং অনুগ্রহে মহান। তখন রসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তোমরা স্বাভাবিকভাবে নিজেদের কথা বলো, এই ধরনের চাটুকারিতা ও বাড়াবাড়ি রকমের প্রশংসা করো না-পাছে শয়তান তোমাদের ওপর ভর করে দুঃসাহসী করে তোলে।

হযরত রবী বিনতে মুয়াওয়িজ (রা.) বর্ণনা করেন যে, তাঁর বিয়ের অনুষ্ঠানে ছোট ছোট বালিকারা দফ বাজিয়ে বদরের শহীদগণের গুণগান ও প্রশংসা করছিল। তাদের মধ্য থেকে এক বালিকা বলে উঠল, আমাদের মাঝে এমন এক নবী আছেন যিনি জানেন আগামীকাল কী ঘটবে। তখন মহানবী (সা.) বললেন, এ কথা বাদ দাও এবং এর পরিবর্তে আগে যা বলছিল সেটাই গাও। যেখানেই কোনো অপ্রয়োজনীয় প্রশংসা বা শিরক মিশ্রিত কথার অবতারণা হয়েছে, তা সে যত সামান্যই হোক না কেন-মহানবী (সা.) তা তৎক্ষণাৎ সংশোধন করে দিয়েছেন এবং তা থেকে নিষেধ করেছেন।

হযরত আনোয়ার বলেন: মহানবী (সা.) এর বাসস্থান ও গৃহের সাদাসিধে জীবনের বিবরণ এভাবে পাওয়া যায়- হিজরতের পর মসজিদে নববীর সাথে দশ-পনেরো ফুটের একটি ছোট কামরা বা হুজরা নির্মাণ করা হয়েছিল, যার দরজা মসজিদের দিকে খুলত এবং সেখান থেকেই তিনি (সা.) নামাযের জন্য বের হতেন। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) 'সীরাত খাতামান্নাবিহীয়া' গ্রন্থে লিখেছেন এবং ইতিহাসে বিস্তারিত বর্ণিত আছে যে, হযরত হারিসা বিন নোমান (রা.)-এর মসজিদের আশেপাশে কয়েকটি বাড়ি ছিল। যখনই মহানবী (সা.) এর নিকাহে কোনো নতুন সহধর্মিণী আসতেন, হযরত হারিসা (রা.) তাঁর একটি বাড়ি পেশ করে দিতেন; এভাবে এক পর্যায়ে হারিসা (রা.)-এর সমস্ত বাড়িই মহানবী (সা.) এর মালিকানায় চলে আসে।

সর্বমোট নয়টি কামরা বা হুজরা ছিল, যেগুলোতে মহানবী (সা.) তাঁর জীবনের শেষ দশটি বছর অতিবাহিত

করেন এবং হযরত আয়েশা (রা.)-এর গৃহেই তাঁর দাফন সম্পন্ন হয়। এই বাড়িগুলো কাঁচা ইট, কাদা-মাটি এবং খেজুরের ডালপালা দিয়ে তৈরি ছিল, যার ওপর পর্দার সুবিধার্থে পশমের কম্বল ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। প্রতিটি কামরার দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় পাঁচ মিটার এবং প্রস্থ চার মিটার; আঙিনার চওড়া ছিল প্রায় সাড়ে তিন মিটার এবং ছাদগুলো এতোটা নীচু ছিল যে হাত বাড়ালেই স্পর্শ করা যেত।

আতা বর্ণনা করেন যে, সাঈদ বিন মুসায়্যিব হুজরাগুলো ভেঙে ফেলার দিনে আফসোস করে বলেছিলেন: ‘আল্লাহর কসম! আমি চেয়েছিলাম এই হুজরাগুলোকে তাদের মূল অবস্থাতেই রেখে দেওয়া হোক, যাতে মানুষ স্বচক্ষে দেখতে পেত যে মহানবী (সা.) কতটুকু স্বল্প ও সামান্যতেই সন্তুষ্ট থাকতেন।’ হযরত আবু উমামা (রা.)-ও বলেছিলেন: আহা! যদি এই হুজরাগুলোকে অলংঘনীয় রেখে দেওয়া হতো, তবে মানুষ বিলাসবহুল ইমারত ও অট্টালিকা নির্মাণের মোহ থেকে বিরত থাকত।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, ‘ভেবে দেখুন! শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত মহানবী (সা.) কীভাবে অগণিত বিপদ এবং বহু শত্রু, সমালোচক ও বিরোধির হুমকি সত্ত্বেও দৃঢ় ও অবিচলভাবে তাঁর নবুয়্যতের দাবির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বছরের পর বছর তিনি যে নির্যাতন ও কষ্ট সহ্য করেছেন, তা সাফল্যের সমস্ত সম্ভাবনাকে অকল্পনীয় করে তুলেছিল এবং দিনে দিনে তা বেড়েই চলছিল। এসব কষ্টের মুখোমুখি হয়েও তাঁর প্রতিক্রিয়া প্রমাণ করে যে, পার্থিবতা অর্জনের কোনো পরিকল্পনাই তাঁর ছিল না।’

তিনি (আ.) বলেন, ‘অবশেষে যখন ইসলাম বিজয়ী হয় এবং স্বাচ্ছন্দ্য ও সমৃদ্ধির যুগ আসে, তখনও তিনি কোনো ধন-সম্পদ সঞ্চয় করেননি, কোনো দুর্গ বা রাজপ্রাসাদ তৈরি করেননি, বিলাসবহুল বা রাজকীয় জীবনযাপনের জন্য কোনো রসদ জমা করেন নি এবং কোনো ব্যক্তিগত সম্পদ জড়ো করেন নি। বরং তিনি এতীম, দুস্থ, বিধবা ও ঋণগ্রস্তদের মাঝে সবকিছু বিলিয়ে দিয়েছেন, অথচ তিনি নিজে কখনো পেট পুরে একবেলা খাবারও খাননি।’

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.)-এর বিছানা ছিল চামড়ার তৈরি আর এর ভেতরে খেজুর গাছের ছাল বা পাতা ভরা থাকত। হযরত হাফসা (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) যে চাদরের ওপরে ঘুমাতেন তিনি তা দুই ভাঁজ করে দিতেন। এক রাতে তিনি ভাবেন মহানবী (সা.)-এর আরামের জন্য এটি চার ভাঁজ করে দেওয়া উচিত। পরদিন সকালে মহানবী (সা.) জিঙেস করেন, বিছানা পরিবর্তন করা হয়েছে কি-না? তিনি উত্তরে বলেন, বিছানা একই ছিল, তবে তিনি চাদরটি চার ভাঁজ করে দিয়েছিলেন। মহানবী (সা.) তাকে আগের মতোই বিছানা পেতে দিতে বলেন, পাছে অতিরিক্ত আরামের কারণে তাহাজ্জুদ বা নামাযের জন্য ওঠা কঠিন হয়ে পড়ে। একবার হযরত উমর (রা.) মহানবী (সা.)-এর বাড়িতে তাঁর সাথে দেখা করতে যান। ঘরে ঢুকে তিনি দেখেন, মহানবী (সা.) একটি খসখসে চাটাইয়ের ওপর শুয়ে আছেন যার দাগ তাঁর পিঠে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। তা দেখে হযরত উমর (রা.) কেঁদে ফেলেন এবং বলেন, রোমান ও পারস্য সম্রাটরা কত বিলাসবহুল জীবনযাপন করছে, আর দুই জাহানের বাদশা মহানবী (সা.) এমন অবস্থায় আছেন! মহানবী (সা.) উত্তরে বলেন, ‘তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তারা এই দুনিয়া লাভ করবে আর আমাদের জন্য রয়েছে পরকাল?’

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)ও এই ঘটনার উল্লেখ করে বলেছেন, মহানবী (সা.) বলেছেন-আমি তো সেই পথিক-এর মতো, যে উটের ওপর সওয়ার হয়ে প্রচণ্ড গরমে কোনো গাছের ছায়ায় কিছুক্ষণ জিরিয়ে নেয় এবং শরীরের ঘাম শুকিয়ে যাওয়ার সাথে সাথেই আবার পথ চলার জন্য রওনা হয়ে পড়ে।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) মহানবী (সা.) এর সীরাত মুবারক সম্পর্কে যা লিখেছেন, তার নির্যাস ও সারসংক্ষেপ হলো: বায়তুল মাল বা জনকল্যাণের সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে তিনি (সা.) এমন কঠোর সতর্কতা ও পরহেজগারি অবলম্বন করতেন যে, হযরত ফাতেমা (রা.) এবং হযরত আলী (রা.)-এর ন্যায্য হক ও পাওনা থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁদের কোনো খাদেম বা সেবক প্রদান করেননি; যাতে পরবর্তীকালের শাসকেরা জনমানুষের সম্পদকে নিজের ব্যক্তিগত ভোগ-বিলাসের জন্য বৈধ বলে মনে না করে নেয়।

হযরত আলী (রা.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী, হযরত ফাতেমা (রা.)-এর যৌতুকে কেবল একটি রেশমের চাদর, খেজুরের ছাল ও আঁশ দিয়ে ভরা একটি চামড়ার গদি, আটা পেষার দুটি ঘাঁতাকল, একটি চামড়ার মশক এবং দুটি মাটির কলসি ছিল। হযরত আয়েশা ও হযরত উম্মে সালমা (রা.) নিজ হাতে মাটি দিয়ে ঘরের দেওয়াল ও মেঝে লেপে দিয়েছিলেন, খেজুরের ছাল দিয়ে দুটি বালিশ তৈরি করেছিলেন এবং (বিয়ে উপলক্ষে আগত অতিথিদের) খেজুর, আঙুর ও মিষ্টি পানি পরিবেশন করেছিলেন। তাঁরা উভয়েই বলেছিলেন যে, আমরা হযরত ফাতেমার বিয়ের চেয়ে অধিক সুন্দর, মার্জিত ও তুলনাহীন কোনো সরল বিবাহ দেখিনি।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) জীবনের শেষভাগে (পুরো আরব ভূখণ্ডের) শাসক ও

সম্মাট ছিলেন; কিন্তু তিনি কোনো পার্থিব সুবিধা গ্রহণ করেননি। তিনি কোনো সম্পত্তিকে নিজের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে ঘোষণা করেননি এবং তা ওয়ারিশদের মাঝেও বন্টন করে রেখে যাননি। ওফাতের সময়ও তাঁর গৃহস্থালি খরচের প্রয়োজনে নিজস্ব কিছু জিনিসপত্র বন্ধক রাখা ছিল। যখন গনীমতের বিপুল সম্পদ আগমনের পর হযরত ফাতেমা (রা.) গৃহস্থালি কাজের জন্য একজন দাসী চাইলেন, তখন তিনি (সা.) বললেন: এই সম্পদ আমার নয়, বরং আল্লাহর সম্পদ। তুমি আল্লাহর যিকির ও তাসবীহ পাঠ করো এবং দাসী পাওয়ার খেয়াল পরিত্যাগ করো।

আসওয়াদ বর্ণনা করেন, হযরত আয়েশা (রা.) জানিয়েছেন যে, মহানবী (সা.) ঘরের লোকজনের কামকাজে ও গৃহস্থালি সেবায় সাহায্য করতেন; আর যখন নামাযের সময় হতো, তখন তিনি মসজিদে যেতেন। হযরত হাসনাহ বিন খালিদ এবং হযরত সাওয়াদ বিন খালিদ (রা.) মহানবী (সা.) কে একটি সীমানা দেওয়াল মেরামত করতে দেখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর কাজে হাত বাড়ান ও সাহায্য করেন। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) অন্য আর দশটা মানুষের মতোই একজন মানুষ ছিলেন; তিনি নিজ কাপড় নিজেই পরিষ্কার করে নিতেন, ছাগলের দুধ দোহাতেন এবং নিজের কাজ নিজেই সম্পন্ন করতেন।

কাফিররা বলত-এ কেমন রসূল, যিনি আহার গ্রহণ করেন এবং হাট-বাজারে চলাফেরা করেন?! মহানবী (সা.) পরম বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করেন এবং অহংকার থেকে বেঁচে থাকার ব্যবহারিক শিক্ষা প্রদান করেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, মহানবী (সা.) বলেছেন: আল্লাহ তালা এমন কোনো নবী প্রেরণ করেননি, যিনি ছাগল বা বকরি চরাননি। আমিও সামান্য কতিপয় কীরাতের বিনিময়ে মক্কাবাসীদের ছাগল চরিয়েছি।

সূরা আল-কাসাসের ২৮ ও ২৯ নম্বর আয়াতে হযরত মূসা (আ.)-এরও মজুরির বিনিময়ে কাজ করার উল্লেখ রয়েছে। ভাষ্যকারগণ এবং হযরত সাইয়্যদ জয়নুল আবেদীন ওয়ালীউল্লাহ শাহ সাহেব (রা.) ব্যাখ্যা করে লিখেছেন যে, ‘কারারীত’ হলো ‘কীরাত’-এর বহুবচন, যা চার রতি রূপার সমপরিমাণ দিরহামের একটি অংশ ছিল; অর্থাৎ এটি ছিল শ্রমের মজুরি, কোনো নির্দিষ্ট স্থানের নাম নয়। আল্লামা বুরহানুদ্দীন হালবীও অনুরূপ লিখেছেন। হযরত মসীহ মাওউদ আ. বলেন যে, মহানবী (সা.) তাঁর জীবনের প্রথমার্ধে এতিমি ও অসহায়ত্বের মাঝে অতিবাহিত করেছেন, ছাগল চরিয়েছেন; আর নবীদের জীবনে দারিদ্র্য ও স্বল্পতার অংশ এজন্যই রাখা হয়েছিল যাতে তাঁদের মাঝে অহংকারের সামান্যতম ছায়াও না পড়ে। একদিন জঙ্গল দিয়ে অতিক্রম করার সময় মহানবী (সা.) সাহাবীদের একটি গাছের মিষ্টি ফল খাওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং জানালেন যে, ছাগল চরানোর সময় তিনি নিজে এই ফল খেতেন।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) এরশাদ করেন: রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যের সাথে চিঠিপত্রের আদান-প্রদান এবং রাষ্ট্রদূত ও দূতের যাতায়াত থাকা সত্ত্বেও মহানবী (সা.) কোনো দাসদাসী বা ব্যক্তিগত চাকর-বাকরের দল রাখেননি; বরং ঘরের যাবতীয় কাজ নিজেই করতেন। বিশ্বের দরবারে সম্মাট ও শাসক হয়েও এমন চরম দারিদ্র্য অবলম্বন করা এবং লাখ লাখ টাকা মানুষের মাঝে বিলিয়ে দিয়ে ঘরের কাজ নিজ হাতে করা-কেবল মহানবী (সা.) এবং তাঁর অনুগত খাদেমদেরই অনন্য বৈশিষ্ট্য।

খুতবার শেষার্ধ্বে হুযূর আনোয়ার সেই সমস্ত নিপীড়িত ও মজলুম আহমদী ভাইদের জন্য বিশেষ দোয়ার আহ্বান জানান-যেখানে স্বার্থান্বেষী ও সন্ত্রাসী গোষ্ঠী আহমদীদের ওপর জুলুম-অত্যাচার চালাচ্ছে, সরকারি কর্মকর্তারা তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করছে এবং বিচারকগণ মৌলবীদের ভয়ে জামিন মঞ্জুর করছেন না। একইভাবে মালয়েশিয়াতেও জামা’তের বিরুদ্ধে পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক এবং মসজিদগুলোতে অভিযান চালানো হচ্ছে। আল্লাহ তাঁলা মালয়েশিয়ার আহমদী ভাইদেরও নিজ হিফায়ত ও নিরাপত্তা ছায়াতলে রাখুন।

আল্হামদুলিল্লাহি নাহ্মাদুহু ওয়া নাসতায়ীনুহু ওয়া নাসতাগ্ফিরুহু ওয়া নু’মিনুবহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না’উযুবিল্লাহি মিন গুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাযিয়াতি আ’মালিনা-মাইয়্যাহ্দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউযলিলহু ফালা হাদিয়াল্লাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহু ওয়ানাশহাদু আল্লা মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু-

‘ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইল্লাল্লাহা ইয়া’মুরু বিল ‘আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ’তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা ‘আনিল ফাহশাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াইযুকুম লা’আল্লাকুম তাযাক্করুন। উয়কুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ’উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিকরুল্লাহি আকবর।

(‘মজলিশ আনসারুল্লাহ ভারত’ কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

বিশদে জানতে:Toll Free No.1800 103 2131| www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in